কিছু কথা

শরৎচন্দ্রকে ঘিরে আমার ভালোলাগা ছাত্রাবস্থা থেকেই। উপন্যাস-পাঠক হিসাবে কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করেছি বারবার। এর নিতান্ত সাধারণ আটপৌরে চেহারার আড়ালে জীবনের পরম ধনের প্রাপ্তিতে মন আশ্চর্য এক ভালোলাগায় ভরে উঠেছে। তাঁর উপন্যাসের বহু দিক বারবার আলোচিত হয়েছে বহুক্ষেত্রে। কিন্তু ভাষাশিল্প নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয়নি বলা যায়। তাই এই দিকটি নিয়ে ভাববার জন্য আমাকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মীর রেজাউল করিম মহাশয় উৎসাহিত করেন। তার ফলেই আজকের প্রচেষ্টা — "শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষাশিল্প" — নামের অভিসন্দর্ভ রচনা।

এই আলোচনায় শরৎচন্দ্রের ভাষাশিল্পের বৈশিষ্ট্য আমরা খোঁজার চেষ্টা করেছি। শৈলীগত ব্যবচ্ছেদ নয়, ভাবগত দৃষ্টিতে ভাষাকে বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হয়েছি।

লেখককে জানতে আমি বিভিন্ন পুস্তক ও ব্যক্তির সাহায্য নিয়েছি। তবে বেশির ভাগ লেখা "আনন্দ পাবলিশার্স" থেকে পেয়েছি। অন্য বইপত্র অন্যত্র গ্রন্থাগার বিশেষত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ও আমার শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারের কাছে আমি অশেষ ভাবে ঋণী। আমার বাংলা বিভাগের সহকর্মীরা আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। আমার স্বামী শ্রী প্রভাস রায়চৌধুরীর উৎসাহ দান আমাকে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ রেখেছে। আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মীর রেজাউল করিম মহাশয়ের নির্দেশে ও সার্বিক সহযোগিতায় গবেষণা-সন্দর্ভটি সম্পূর্ণ করার কাজ সফল হতে পারল। তাঁকে আমার শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাই।

পরিশেষে গবেষণা — সন্দর্ভটি সশ্রদ্ধাভাবে যথাযোগ্য স্থানে নিবেদন করলাম।

অর্পিতা রায়চৌধুরী

(অর্পিতা রায় চৌধুরী)